ঢাকা থেকে সিংগাপুর

শোভন শামস

বাংলাদেশ থেকে সিংগাপুর যেতে ১৯৯৭ সালের ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত কোন ভিসাই লাগত না । সিংগাপুর পোর্ট এন্টি ভিসা দিত । ঢাকা থেকে সিংগাপুর চাংগি বিমান বন্দর ৩ ঘন্টার মত পথ। পথে ব্যাংককে ১ ঘন্টার যাত্রা বিরতী ছিল। ব্যাংকক থেকে উড়ার পর ১ ঘন্টার মধ্যে বিমান সিংগাপুরের চাংগি এয়ার পোর্টে ল্যান্ড করে । সিংগাপুরে নামার পর সবচেয়ে যে জিনিষ আমাকে আকৃষ্ট করে তা হলো এদের ডিসিপ্লিন । সব কিছু যেন সাজানো এবং নিয়ম মাফিক সব চলছে । যাত্রীদের সাথে আমিও ইমিগ্রেশনের লাইনে দাড়ালাম এবং দেখলাম সুশৃংখল ভাবে সবাই অপেক্ষায় আছে। ইমিগ্রেশন থেকে ভিসা নিয়ে এয়ারপোর্টের ভেতর গেলাম লাগেজ নিতে । পথেই সিংগাপুর পর্যটন কর্তৃপক্ষ অনেক আকর্ষণীয় বুকলেট সাজিয়ে রেখেছে ভ্রমন কারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে । কয়েকটা বুকলেট/ম্যাপ সংগ্রহ করলাম । এগুলো তথ্যবহুল চিত্তাকর্ষক এবং সহজ পাঠ্য । যে কেউ এগুলো পড়ে সিংগাপুরে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে ।

এয়ারপোর্ট থেকে শহরে সবার জন্য বাস এবং টেক্সির ব্যবস্থা আছে । বাসগুলো বিভিন্ন হোটেলে যাত্রীদের নামীয়ে দেয় । হোটেলের তালিকা দেখে জায়গা চিনে আশে পাশের এলাকায় যাওয়া সম্ভব । হোটেলের লিষ্টও এয়ার পোর্টে বুকলেট আকারে আছে। এছাড়া টেক্সি আছে । টেক্সিকে গন্তব্যের ঠিকানা বললে নিয়ে যাবে । যাত্রীরা লাইন দিয়ে আছে । টেক্সিও লাইনে দাড়াচ্ছে এবং সিরিয়াল অনুযায়ী যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে । এয়ার পোর্ট থেকে টেক্সি নিলে দুই সিংগাপুর ডলার বেশী ফি দিতে হয়। এছাড়া টেক্সিতে পিক বা ব্যস্ত আওয়ার এর অতিরিক্ত ভাড়ার তালিকা রয়েছে । বিল মিটারে উঠে এবং এ ব্যাপারে তেমন কোন সমস্যা হয়না । টেক্সিতে বা বাসে গেলে প্রথমে কথা বুঝতে একটু কষ্ট হয় । মনোযোগ দিলে তা বোঝা যায় । একটু চাইনিজ টান আছে তাদের ইংরেজী উচ্চারণে । বিমান বন্দরেই টাকা ভাংগানোর ব্যবস্থা আছে এবং যাত্রীদের সেবা প্রদানের জন্য সব সময় তা খোলা থাকে । এছাড়াও পর্যটনের কাউন্টার আছে বেশ কটি । তারা বিভিন্ন ধরনের হোটেল , ট্র্যাভেল এজেন্ট ও ভ্রমন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে উপদেশ বা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে । সব মিলিয়ে সুন্দর ব্যবস্থা ।

১৯১৯ সালে স্যার ষ্টামফোর্ড র‍্যাফেলস যখন ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্য এই দ্বীপ ক্লেইম করে তখন সিংগাপুর জলমগ্ন জলাভূমি ও ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ একটা দ্বীপ ছিল যাতে হাতে গোনা কিছু জেলে ও সাগরের বেদেরা বাস করত । আজ সিংগাপুর একটা অত্যাধুনিক নগর রাষ্ট্র এবং এতে ২.৮ মিলিয়ন লোক বাস করছে। এটা এশিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী একটা রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক ব্যবসা , যোগাযোগ,ব্যাংকিং ও পর্যটন কেন্দ্র । সিংগাপুর ব্যস্ততম সামুদ্রিক যোগাযোগ পথে অবস্থিত বলে এর গুরুত্ব এত এবং এর আজকের উন্নতি এই গুরুত্বকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করার কারণেই সম্ভব হয়েছে । ১৪শ শতকের দিকে এই জায়গাটা সী টাউন হিসেবে পরিচিত ছিল পরবর্তীতে এটাকে সিংগাপুরা বা লায়ন সিটি হিসেবে নামকরণ করা হয় । সিংগাপুর মাত্র ৬৪৬ বর্গ কিলোমিটারের ছোট একটা দ্বীপ । এর সী পোর্টটা পৃথিবীর একটা অন্যতম ব্যস্ত পোর্ট এবং এয়ারপোর্ট ও পৃথিবীর ভিতর অন্যতম ব্যস্ত একটা বিমান বন্দর । বছরে লক্ষ লক্ষ পর্যটক এই দেশ দেখতে আসে । অধিবাসীদের বাসস্থান কর্মসংস্থানের পাশাপাশি এদেশ পর্যটকদের আকর্ষন করার জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। অনেক হোটেল, বিনোদন কেন্দ্র পার্ক, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ভাবে যত্ন ও

রাক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে এদেশে । আমার থাকার ব্যবস্থা হলো এক ভাইয়ের বাসায় । টেক্সি নিয়ে ঠিকানা মিলিয়ে চলে গেলাম। পথ হারানোর কোন সুযোগ নেই এখানে । থাকা নিয়ে কোন সমস্যা না থাকায় দেশটাকে ঘুরে দেখার সখটা পুরণ করতে লেগে গেলাম । আবাসিক এলাকা থেকে রাস্ত াগুলো বের হয়ে মুল রাস্তার সাথে মিলেছে । মূল রাস্তার কাছাকাছি আসলে টেক্সি পাওয়া যায় । টেক্সিতে মিটার আছে গন্তব্যে নিয়ে যায় । আবাসিক এলাকার এপার্টমেন্ট গুলো সব আকাশচুম্বী । অনেক নতুন নতুন আবাসিক ভবন এগুলোকে কনডো বলে স্থানীয়রা । সে সময় নতুন আবাসিক ভবন, অফিস ভবন ও মার্কেট নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছিল।

মানুষের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য ট্রেন লাইন ও বাস স্টপ এমন ভাবে বানানো হয়েছে যে আবাসিক এলাকা থেকে ২০/২৫ মিনিট পথ হেঁটে সেখানে যেতে হবে এবং অফিসেও সেভাবে হেঁটে পৌঁছাতে হবে। কাজেই সুস্থ্য থাকার ব্যবস্থা নগর পরিকল্পনার ভিতরই করা হয়েছে । সবাই হাতে সময় নিয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয় । বেড়ানো ও কিছু কেনাকাটার জন্য সিংগাপুর আসা তাই দুটোকেই প্রাধান্যদিয়ে সময় ভাগ করে নিলাম । অনেক সুন্দর সুন্দর ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর আছে সিংগাপুরে । সব কিছুই পাওয়া যায় । তবে দাম মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড এর তুলনায় অনেক বেশী । ভাল হোটেলও বাংলাদেশীদের জন্য বেশ ব্যয়বহুল মনে হবে । ঘুরে বেড়ানো ও কেনাকাটার জন্য অনেক ফ্রি গাইড বই আছে । সেগুলো একটু ষ্ট্যাডি করে টেক্সি নিয়ে বের হয়ে পড়লাম । বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর গুলোতে সুন্দর সুন্দর জিনিসে পুর্ণ । এলাকা পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ বান্ধব । যে যার মত ঘোরাফেরা ও কেনাকাটা করছে । কোলাহল মুক্ত শান্তিপুর্ণ পরিবেশ । সিংগাপুরে থাকাকালীন সান্তোষা আইল্যান্ড ও জুরং বার্ড পার্ক দেখার প্লান করলাম । এছাড়াও আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্ল্ড দেখার জন্য মনস্থির করলাম। নাইট সাফারীও বেশ আকর্ষণীয় তবে সময়ের অভাবে তা দেখা হলো না ।

আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্ল্ড ঃ সাগরের বিচিত্র প্রাণী ও মাছদেরকে কখনো এতো কাছে থেকে দেখা হয়নি আগে । সিংগাপুরের এই সাগর প্রাণিকুলের মনে হয় অ্যাকুরিয়াম এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় । এখানে প্রায় ৬০০০ এর মত সামুদ্রিক প্রাণী ও ৩৫০ টা প্রজাতির জীবজন্তু আছে । আস্তে আস্তে সময় নিয়ে অপূর্ব এই সৃষ্টিকে শুধু কাঁচের দেয়ালের এপার থেকে দেখা যায় । ভিতরে গেলে এমন অনুভুতি হয় যে আমি নিজেই ওদের সাথে আছি । ইঞ্চি খানেক দুর দিয়ে হাংগর ও অন্যান্য প্রাণী সাঁতরে বেড়াচ্ছে । সুন্দর ভাবে রাস্তা করে দেয়া আছে এবং পর্যটকরা নিরাপদে এসব সাগরের প্রাণী দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে পারে । ষ্টিংরে মাছ, ঈল মাছ, হাংগর ও অন্যান্য অচেনা চেহারার বিভিন্ন বর্ণের মাছ ও প্রাণী দেখে মনটা সাগরতলের অতল রহস্যের জগতে হারিয়ে যায়। ঘন্টাখানেক এখানে থেকে বাইরে এলাম । দেখার মত জিনিস বটে। মনটা ভরে গেল ।

সান্তোসা আইল্যান্ডে কয়েক ঘন্টা ঃ সিংগাপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম নভেম্বর/ডিসেম্বর ৯৭ এর দিকে। সিংগাপুরের নিয়মানুবর্তিতা ও সময়জ্ঞান মুগ্ধ হওয়ার মত । এয়ারপোর্টে নামার সাথে সাথেই সবকিছু নিয়ম মোতাবেক হচ্ছে । অযথা কোন ঝামেলা, হয়রানি বা দুর্ভোগ নেই । এয়ার পোর্টে ঢুকেই দর্শনীয় স্থানগুলো ভ্রমনের অজস্র লিফলেট । বেড়াতে এসেছি কাজেই ঘুরে দেখব ভেবে লিফলেটগুলো সংগ্রহ করলাম । সিংগাপুরে অবস্থানের দিগুলোতে কখন কি দেখব সে রকম একটা পরিকল্পনা করে নিলাম । সে রকমই একটা বিকেলে সান্তোসা আইল্যান্ড দেখতে বের হলাম । টেক্সিতে করে ক্যাবল কার টাওয়ারে এলাম । ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সান্তোসা আইল্যান্ডের কথা বললেই নিয়ে আসে । বিশাল টাওয়ারের উপর কেবল কার ষ্টেশন , নীচে সান্তোসা দ্বীপে যাওয়ার টিকেট কাউন্টার ও বেশ কিছু স্যুভেনির শপ আছে। টিকেট করে লিফ্টে চড়ে বসলাম । লিফ্ট সময় মত ষ্টেশনে চলে এল । লোকজন জড়ো হচ্ছে। ক্যাবল কারে সিট ক্যাপাসিটি অনুযায়ী মানুষ উঠছে ও ক্যাব ছেড়ে দিচ্ছে । আমরাও একটা ক্যাবে চড়ে সান্তোসার দিকে রওয়ানা হলাম । ক্যাবল কার,ফেরী ,বাস কিংবা টেক্সিতে সান্তোসা আইল্যান্ডে যাওয়া যায় । ফেরীর জন্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের কাছে ফেরী টার্মিনাল আছে । সেখান থেকে টিকেট করে ফেরীতে চড়তে হয় । বাসেও সান্তোসা যাওয়ার ব্যবস্থা আছে । ট্যাক্সিতে করে সান্তোসায় থাকার হোটেলে যাওয়া যায় সেখান থেকে পুরো দ্বীপ ঘুরে দেখা সম্ভব । ক্যাবল কারে করে শুন্যের উপর দিয়ে চলছি । প্রায় ৬০ মিটার উচু দিয়ে ক্যাবল কার এগিয়ে চলছে । নীচে সিংগাপুরের পোতাশ্রয় । অনেক অনেক জাহাজ নোঙ্গর করা । ফেরী চলছে নীল সাগরের বুকে । দুরে তেল শোধনাগার গুলোর চিমনি দেখা যাচ্ছে । অনেক তেল শোধনাগার রয়েছে সিংগাপুরে । খুবই মজা লাগল ক্যাবল কার ভ্রমন । এগুলো খুব নিরাপদ । বহু পর্যটক ক্যাবল কারে করে দ্বীপে যাচ্ছে ও ফেরত আসছে ।

যথা সময়ে আমরা সান্ডোষা আইল্যান্ডে চলে এলাম । ছোট সিংগাপুরের আরো ছোট একটা দ্বীপ অথচ কি সুন্দর ভাবে সাজানো পর্যটকদের জন্য এখানে বীচের আনন্দ নেয়া যায় । গলফ খেলার

ব্যবস্থা আছে । ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন যাদুঘর ও এশিয়ান ভিলেজ বানানো আছে । বাটার ফ্লাই বা প্রজাপতির পার্ক একটা মজার জায়গা এখানে গাছে গাছে বহু বর্ণের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে । এখানে সিংগাপুর মেরিটাইম মিউজিয়াম আছে আরো আছে অর্কিড গার্ডেন, হাজার হাজার রকমের অর্কিড ও এর দুষ্প্রাপ্য ফুলের সমাহার । সকালে আসলে সারাদিন থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে । রওয়ানা হতে হতে দুপুর পার হয়ে যাওয়াতে বিকেল বেলা দ্রুত সবকিছু দেখছিলাম । সন্ধ্যায় আমাদের চমকে দেয়ার জন্য আয়োজন ছিল লাইট , সাউন্ড ও পানির সম্মিলিত শো । এটাকে 'রাইজ অফ সী মারলায়ন' অনুষ্ঠান বা লেজার ও ওয়াটার শো বলে । সান্তোষা আইল্যান্ডের মারলায়ন এর মূর্তির সামনে বসার সুন্দর জায়গা। সবাই সেদিকে মুখ করে বসে আছে। সন্ধ্যা নাগাদ সারা দ্বীপের পর্যটকরা সবাই এখানে এসে জড়ো হলো অন্ধকার হওয়ার পর পরই মিউজিকের সাথে সাথে মারলায়নের চোখ দিয়ে বিভিন্ন রং এর লেজার রশ্মি বের হয়ে নীচ থেকে উঠা পানির ফোয়ারার উপর বিভিন্ন ধরনের আকৃতি বানাচ্ছিল । সাথে সুন্দর মিউজিক। রং, মিউজিক ও পানির ফোয়ারার বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন দেখতে দেখতে সবাই চুপচাপ উপভোগ করছিল । প্রথমে বেশ কিচির মিচির কথাবার্তা শো শুরু হবার সাথে সাথে সব বন্ধ । আমার পাশে এক চাইনিজ বংশোদ্ভুত আমেরিকান বসেছিল । সে সিংগাপুরে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে বেড়াতে এসেছে । ক্যালিফোর্নিয়া থাকে সাথে তার সিংগাপুরের চাইনিজ মেয়ে বন্ধু । ছেলেটা বলল এখানকার মেয়েরা আমেরিকার মেয়েদের চেয়ে অনেক ফাষ্ট এবং চালাক । এদেরকে সে সামলাতে পারবে না । মেয়ে বন্ধু তার এসব শুনে হাসছে । আমি বললাম তুমিও বেশ চটপটে সে বলল সিংগাপুরে এসে সে কুলাতে পারছে না । ছোট এই দ্বীপে জীবনযাত্রা বেশ ব্যয়বহুল এবং সবাই খুবই ব্যস্ত । লেজার শো দেখার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে আর কিছু না দেখে ফিরে যাওয়া ঠিক করলাম । বাস ষ্টপেজ এ চলে এলাম সেখান থেকে বাসে করে সান্তোষাকে বিদায় জানালাম ।

জুরং বার্ড পার্কে কিছুক্ষণ ঃ ট্যাক্সিতে করে জুরং বার্ড পার্কে এলাম। ঢুকতেই টিকেট কাউন্টার । কাউন্টারের পাশে স্যুভেনির শপ। ক্যাপ , গেঞ্জি খেলনা পাখি,ভিউ কার্ড কিনতে পারা যায় এখানে । দাম একটু বেশী । টিকেট দেখিয়ে প্রথমে পেঙ্গুঁইন পাখি দেখতে গেলাম। গরমের দেশ সিংগাপুরে। মেরু অঞ্চলের পেঙ্গুঁইন দেখার অভিজ্ঞতা নেয়ার জন্য এখানে ভীড়ও বেশী । পেঙ্গুঁইন দেখে প্যানো রেল ষ্টেশনে এলাম । উপর দিয়ে ট্রেন চলছে । একটা সার্কিটে সব জায়গাগুলো ঘুরে দেখা যায় ট্রেনে চড়ে । ষ্টেশনে সবাই লাইন ধরে দাড়িয়ে আছে । সিট ক্যাপাসিটি অনুযায়ী গাড়ীতে লোকজন উঠছে , ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে । ট্রেনে রানিং কমেন্ট্রিতে আশে পাশের পাখিদের সম্বন্ধে ধারণা দিচ্ছে ইংরেজীতে । ট্রেনের গতি বেশ আস্তে এবং সবকিছু একটা চক্কর দিয়ে দেখে এলাম । এরপর ভেতরের ফুড কর্ণার থেকে খাবার কিনে খেলাম । এসব দোকানে পানি,পানীয় ও হালকা খাবার পাওয়া যায় । বসে খাবার ব্যবস্থা আছে ।

জুরং বার্ড পার্কের মজার অনুষ্ঠান দেখার সময় প্রায় হয়ে গেল । ১১ টার সময় পুল অ্যাম্ফি থিয়েটারে অলষ্টার বার্ড শো হয় । অদ্ভুত এক অনুষ্ঠান । খোলা গ্যালারীর নীচে ট্রেনার , উপরে ক্যানভাসের ছাদ । হরেক রকমের পাখির বিভিন্ন রকমের খেলাধুলার ব্যবস্থা । ট্রেনার ডাক দিচ্ছে পাখি আসছে , পাখি সাইকেল চালাচ্ছে, শিকার ধরছে ,বিভিন্ন ধরনের খেলা করছে । প্রায় ১০০ রকমের পাখি এখানে বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখায় এক কথায় শ্বাসরুদ্ধকর এবং সময় যে কখন কেটে যায় বোঝাই যায় না । পাখি ট্রেনারের হাতে বসছে ,দুরের লক্ষ্য বস্তুতে আদেশ অনুযায়ী ঘুরে আসছে , আরো হরেক রকমের খেলা । প্রায় ৩০ মিনিট খেলা দেখলাম । দেশ বিদেশের অনেক পর্যটক এখানে পাখির খেলা

দেখতে এসেছে । গ্যালারী প্রায় ভর্তি । অনুষ্ঠান শেষে সবাই বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে বেরিয়ে যাচ্ছে । হাতে ম্যাপ নিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম । পার্কের ভেতর লেকের মধ্যে হাঁস,রাজ হাঁস সাঁতরে বেড়াচ্ছে । আরো আছে কথা বলিয়ে পাখি । বিভিন্ন ধরনের কথা বলে । বক,কবুতর,টিয়া,শিকারী পাখি যেমন বাজ,ঝুটিওয়ালা কবুতর ,কাঠ ঠোকরা,কিং ফিশার (মাছরাঙা) সোড বার্ড ,আরো অজস্র পাখি । যে সমস্ত পাখি উড়তে পারে না । তাদেরও একটা সংগ্রহ আছে এই পার্কে । ঘুরে ঘুরে দেখলাম । কৃত্রিম বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ। ম্যাপ দেখে হেঁটে হেঁটে একটা চক্কর দিলাম । জুরং বার্ড পার্ক ভ্রমন প্রায় শেষ পার্যায়ে ৪/৫ ঘন্টা কিভাবে যে কেটে গেল টেরই পাইনি । দুপুর নাগাদ বের হয়ে পরবর্তী গন্তব্যের পথে বার্ড পার্ক ছাড়লাম । এত সুন্দর করে সাজানো ও উপস্থাপন আমাকে মুগ্ধ করেছিল আশাকরি আপনারাও অবাক ও মুগ্ধ হবেন সেখানে গেলে , প্রকৃতি বা পাখি প্রেমি হলেতো কথাই নেই ।

সিংগাপুর ভ্রমণকালীন মোস্তফা শামসুদ্দীন ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের কথা না বললে হয়ত ভ্রমন কাহিনী অসম্পুর্ণ থেকে যাবে । এই বিশাল ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর সেরাংগুন প্লাজায় । এই জায়গাটাকে লিটল ইন্ডিয়াও বলা হয় । নামের সাথে এর মিল অনেক । এখানে আসলে মনে হবে ভারত বা বাংলাদেশের কাছাকাছি । আমাদের মত মানুষের ঢল। দোকানীরা ভারতীয় বংশোদ্ভুত। একটু দরিদ্র এলাকা। সেরাংগুন এলাকা সিংগাপুরের মধ্যে মোটামুটি সস্তা এলাকা, ভারতীয় মানুষগুলোর জন্য এই ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর তবে সব দেশের পর্যটক এমন কি সিংগাপুরের হাজার হাজার মানুষ এখানে কেনাকাটা করে । কি না পাওয়া যায় এখানে । স্বর্ণ অলংকার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বাচ্চার খেলনা,বই খাতা ও ষ্টেশনারী ,যা চাই তাই একটু ঘুরে দেখলে মিলবে। বিশাল আয়োজন। আশেপাশে ভারতীয় খাবারের দোকান আছে । দোসা ও কোক দিয়ে এখানে দুপুরের খাবার খেলাম ,ঘুরতে ঘুরতে পিপাসা লাগে তাই পানির বোতল সাথে রেখেছিলাম । এই ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের কলেবর এখন অনেক বেড়েছে । তবে আগেও বেশ বড় ছিল । চকলেট খেলনা ও কয়েকটা নিজস্ব ব্যবহারের জিনিষপত্র কিনলাম । এখান থেকে বাসে করে জুরং বার্ড পার্কে যাওয়ার কথা ছিল উল্টোদিকের বাস ষ্টেশনে বাসে উঠায় গোটা সিংগাপুর ঘুরে সেখানে গেলাম । একটা ভাল শিক্ষা হলো ও প্রায় ১ ঘন্টার বেশী সময় নষ্ট হলো । ড্রাইভারটা কেন যেন সহযোগিতা করেনি । তবে বুঝলাম লোকাল লোকজন চায় যে পর্যটকরা ট্যাক্সি বা উপরের ট্রেন দিয়ে যেন ভ্রমন করে এতে দেশের লাভ । বাস সার্ভিস স্থানীয়দের জন্য। এ গুলোতে ভাড়াও অনেক কম । যাক ভুল করে গোটা সিংগাপুরের অনেক জায়গা বাসে বসে দেখা হয়ে গেল যা টেক্সিতে কখনো দেখা যেত না । এবার আর ভুল না করে সঠিক বাস নিয়ে আবার সেরাংগুনে ফেরত এলাম ।

সিংগাপুর অবস্থানের মেয়াদ শেষের দিকে প্রায় । সবাই মিলে সিংগাপুর ম্যাগডোনাল্ডস এ খেতে গেলাম । এখানে সব আন্তর্জাতিক ফুড চেইন গুলো আছে । এশিয়ার মধ্যেই সব পশ্চিমা স্বাদ সিংগাপুরে পাওয়া যায় । যাওয়ার দিন টেক্সি নিয়ে যথাসময়ে চাংগি বিমান বন্দরে এলাম । সুন্দর ভাবে সিংগাপুরের দিনগুলো কাটিয়ে দেশের ছেলে বিমানে করে আবার প্রিয় বাংলাদেশে ফিরে এলাম ।